যুগান্তর

তারিখ 26 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিজিটাল জালিয়াতিরোধে ঘড়ি ক্যালকুলেটর নিষিদ্ধ হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন্ন এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার হলে ডিজিটাল জালিয়াতিরোধে পরীক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল ঘড়ি ও ক্যালকুলেটর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে। এ দুটি ইলেকট্রনিক ডিভাইসে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পাচার হতে পারে— এমন আশংকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জোর চিন্তাভাবনা করছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। ঈদের ছুটির পর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত এক সভায় এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে। অধিদফতরের পরিচালক প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ যুগান্তরকে বলেন, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় চীনা প্রযুক্তিতে তৈরি বিশেষ ধরনের ঘড়ির মাধ্যমে ম্যাসেজ পাঠিয়ে প্রশ্নোত্তর আদান-প্রদানের সঙ্গে জড়িত চক্র হাতেনাতে ধরা পড়ার পর বিষয়টি তাদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি জানান, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীরা কাঁটাওয়ালা ঘড়ি পরে যেতে পারলেও ডিজিটাল ঘড়ি পরে যেতে পারবে না— এমন নোটিশ জারির চিন্তাভাবনা চলছে। ২৩ নভেম্বর স্বাস্থ্য অধিদফতরের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে কে বা কারা ডা. শাহ আবদুল লতিফের মোবাইল ফোনে

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা

যোগাযোগ করে এবং ম্যাসেজ পাঠিয়ে নানা হুমকি-ধমকি দিচ্ছে এবং ভর্তির সুযোগ করে দিতে নানা প্রলোভন দেখাচ্ছে। এ কারণে কিছুদিন ধরে সরকারিভাবে তার মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করছে নানা গোয়েন্দা সংস্থা। আদালতের নির্দেশে চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ যে কোন অনিয়ম দূর করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই র‌্যাব, ডিবি, সিআইডি, পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে কোচিং সেন্টারগুলো অপতৎপরতা চালাতে পারে বলে অবহিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ১ জনকে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হবে। তিনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গ্রহণ থেকে বিতরণ ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মকর্তাদের জানাবেন।

বর্তমানে সরকারি ২২ মেডিকেল কলেজ, ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৯টি ডেন্টাল ইউনিটে মোট আসনসংখ্যা ৩ হাজার ৩৮৯টি। তন্মধ্যে মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ৮১১ ও ডেন্টালে ৫৭৮টি। অপরদিকে ৫২ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৪ হাজার ২৭৫টি ও ১২ ডেন্টাল কলেজে সাড়ে ৮শ' আসন রয়েছে। এসব আসনের বিপরীতে চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৫৮ হাজার ৭শ২৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। জানা গেছে, ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া আবেদনপত্র গ্রহণ ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলে।